আজকের কাগজ
তারিখ ... 19 OCT 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৭ ...

স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় বনাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা

সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিগ্‌গিরই চালু হবে। প্রকাশ যে, আগামী ফেব্রুয়ারি মাস থেকে 'ইনডিপেনডেন্ট' বিশ্ববিদ্যালয় চালু হতে যাচ্ছে বারিধারায় অবস্থিত একটি ভাড়া করা বাড়িতে। এই 'ইনডিপেনডেন্ট' বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা হিসেবে যার নাম সংবাদপত্রে উল্লেখিত তিনি এ দেশে অপরিচিত নন। তিনি স্বৈরশাসক এরশাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন এবং তার প্রস্তাবিত শিক্ষা নীতি কেবল বিতর্ক সৃষ্টি করেনি সঙ্গে সঙ্গে ঐ শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রচন্ড বিক্ষোভ ও আন্দোলন হয়েছিলো। বস্তুত পাকিস্তানী স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের আমলে হামদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট যেমন তীব্র, বিতর্ক ও আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলো, বাংলাদেশী স্বৈরশাসক এরশাদের আমলে মজিদ খানের শিক্ষা নীতি অনুরূপ ক্ষোভ ও আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলো। বলা বাহুল্য যে, উভয় শিক্ষা নীতিই এ দেশের সচেতন মানুষ বিশেষত ছাত্র সমাজ ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান এবং ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে।

বিতর্কিত মজিদ খান শিক্ষা নীতির হোতা যখন তথাকথিত 'ইনডিপেনডেন্ট' বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করেন এবং ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত স্মৃতি বিজড়িত ফেব্রুয়ারি মাসে তা শুরু হবার কথা ঘোষিত হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই কতোগুলো প্রশ্ন জাগে। প্রথম প্রশ্ন 'ইনডিপেনডেন্ট' বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ কি? বাংলাদেশ থেকে 'ইনডিপেনডেন্ট'? এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকদের মধ্যে দু'ডজনের ওপর ব্যবসায়ী রয়েছেন বলে সংবাদে প্রকাশ। প্রশ্ন জাগে যে, ঐ সব ব্যবসায়ীরা কি ঐ প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ইনডিপেনডেন্টলি ব্যবসা করবেন? এ প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত জরুরি কারণ এ দেশের অর্থনৈতিক ব্যবসা–বাণিজ্যে যতোই মন্দা থাকুক না কেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ব্যবসা অত্যন্ত জমজমাট। মনে হচ্ছে ঐ ব[illegible]া এখন কিন্ডারগার্টেন, এলেভেল, ওলেভেল পর্যায় ছাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সম্প্রসারিত হতে যাচ্ছে।

'ইনডিপেনডেন্ট' বিশ্ববিদ্যালয় নাকি ফেব্রুয়ারি মাসে আত্মপ্রকাশ করবে? স্বৈরশাসক এরশাদের আমলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত মজিদ খানের প্রাথমিক পর্যায় থেকে আরবী ভাষা বাধ্যতামূলক করার প্রয়াস নতুন ভাষা আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলো। বর্তমানে প্রশ্ন, বাংলা ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত স্মৃতি বিজড়িত ফেব্রুয়ারি মাসে যে বিশ্ববিদ্যালয় চালু হতে যাচ্ছে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম কি হবে? সে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার স্থান ও মর্যাদা কি থাকবে? বলা হয়েছে যে, ঐ বিশ্ববিদ্যালয় নাকি একটি গবেষণামূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে প্রশ্ন হলো, ঐ গবেষণা কোন ভাষায় পরিচালিত হবে? ইংরেজি না আরবী না বাংলা ভাষায়? বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা বলতে বোঝা যায় চিন্তা ও মতামতের স্বাধীনতা, স্বৈরশাসকের শিক্ষামন্ত্রীর 'ইনডিপেনডেন্ট' বিশ্ববিদ্যালয় সে স্বাধীনতার কোনো অবকাশ থাকবে কি? নাকি ঐ বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ যোগানকারী দেশী ব্যবসায়ী ও বিদেশী সংস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ী চালিত হবে? একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় নামের যোগ্য হতে পারে না, যদি সে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন চিন্তার, মুক্ত বুদ্ধির পরিবেশ না থাকে এবং তা দেশীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত না হয়।